05 SEP 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
দৈনিক বাংলা

07

স্কুলে যাবে ৩৮ লক্ষ শিশু

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণমূলক বড় ধরনের কোন কিছু করা সরকারী উদ্যোগ ছাড়া কোন মতেই সম্ভব নয়। সরকারের নেতৃত্ব ও সামাজিক আন্দোলনই সচেতনতাহীন ও নির্লিপ্ত জনসাধারণের মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করতে পারে, তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে তাদেরই কল্যাণ ব্রতে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য রূপায়ণের উদ্দেশ্যে এই কৌশল অবলম্বনেরই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকার। আগামী বছরের জানুয়ারী মাসে ৩৮ লক্ষ শিশুকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করাবার এক উচ্চাভিলাষী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের উদ্যোগে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গ, কলেজ, মাদ্রাসা ও স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তা, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ—সবাই আত্মনিয়োগ করবেন বলে ঠিক করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশের সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত আগেই ঘোষণা করেছেন। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যই আগামী জানুয়ারীতে ৩৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার এই উদ্যোগ এবং এই সামাজিক আন্দোলন। আমাদের বিশ্বাস, অভীষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের কার্যকর পন্থাই বেছে নিয়েছেন সরকার।

যেকোন দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষিত জনগণ অত্যাবশ্যক। আজ বিশ্বে যে দেশগুলি উন্নত ও সমৃদ্ধ বলে স্বীকৃত সেগুলিতে শিক্ষিতের হার শতকরা একশ'। শিক্ষা সম্প্রসারণ আমাদের উন্নয়নপ্রয়াসী দেশটির সামগ্রিক উন্নতির আবশ্যিক পূর্বশর্ত। এই সত্য আগেও উপলব্ধ হয়েছে, শিক্ষা প্রসারের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়েছে। কিন্তু নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এ দেশকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য যে কাজটি সবার আগে করা দরকার, তা করা হয়নি যথাযথ গুরুত্বসহকারে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের আবশ্যকতা স্বীকৃত হলেও কার্যক্ষেত্রে তেমন কোন বাস্তব ও অর্থবহ উদ্যোগ নেয়া হয়নি। দূরদর্শী প্রেসিডেন্ট এরশাদই এক্ষেত্রে সাহসী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ঘোষণা দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি, এই ঘোষণা রূপায়ণেও উদ্যোগী হয়েছেন।

সরকারের কর্মসূচী অনুযায়ী ৬ বছর থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে। ক্লাস বসবে প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, উচ্চ বিদ্যালয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কলেজগুলিতেও। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে দুই শিফট চালু হবে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে মা-বাবাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিজে বিভিন্ন স্থানে আটটি জনসভায় এবং প্রধানমন্ত্রী ৬৪টি জেলা সদরে বক্তৃতা দেবেন। পরে মন্ত্রিগণ নিজ নিজ এলাকায় এই উদ্বুদ্ধকরণ অভিযান চালিয়ে যাবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং কাজের অগ্রগতির খোঁজ-খবর রাখার দায়িত্ব ন্যস্ত হবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত দেড়শ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিটির উপর। কর্মসূচীটি রূপায়ণের জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন করা হচ্ছে, তাতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় আগামী বছর একটি বড় বিপ্লব ঘটবে। অচিরেই দেশ মুক্ত হবে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে হলে এক্ষেত্রের সমস্যাগুলি চিহ্নিত এবং সেগুলি সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের কিছু মা-বাবা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তেমন সচেতন নন একথা সত্য। অনেকের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অভাবের কারণে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন না। অসংখ্য ছেলেমেয়ে সংসারের কাজে হাত লাগাচ্ছে, বহুজন রোজগারও করছে। অগণিত শিশু দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণে মাঝপথে স্কুল ছাড়ছে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্র ঝরার হার প্রায় ষাট শতাংশ। বই-খাতা, পেন্সিল, স্কুলের পোশাক, টিফিন ইত্যাদি দেয়া হলে ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ছাড়তে চাইবে না, তাদের মা-বাবারাও চাইবেন না ছেলেমেয়েদের স্কুল ছাড়াতে।

প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ আগেও চলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয়েছে বেশি তাড়াহুড়া। ফলে কাজ তেমন হয়নি। পরিণতিতে জাতির কল্যাণমূলক কর্মসূচীও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ রকম দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি কোনমতেই কাম্য নয়।

প্রাথমিক শিক্ষা ছাত্রসমাজ ও জাতির শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। এই ভিত্তি যত পাকাপোক্ত হয়, ততই উন্নত হয় শিক্ষার মান। লজ্জার ব্যাপার হলেও বলতে হয় যে, আমাদের শিক্ষার মান বেশ কিছুকাল ধরেই ক্রমাবনতির পথে। উচ্চ শ্রেণীর বহু ছাত্রছাত্রীই অতি সাধারণ বিষয়ও জানে না। এর কারণ তাদের ভিত কাঁচা। প্রাথমিক স্কুলের বহু শিক্ষকেরই শিক্ষকতার যোগ্যতা নেই। টেনেটুনে কোনমতে পাস করারাই শিক্ষক হচ্ছেন। বেশির ভাগ বেসরকারী স্কুল-কলেজেও এটাই চলছে। ছাত্রছাত্রীদের যথার্থ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের মেধাবী, যোগ্য ও চরিত্রবান হতে হবে। এই ব্যাপারটির দিকে সরকার দৃষ্টি দেবেন বলে আমরা আশা করছি।

দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণেই প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, শিক্ষার মানের উন্নতি এবং সকল পর্যায়ের শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য তিনি বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং উদ্যোগী হয়েছেন আগামী জানুয়ারী থেকেই এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে। প্রেসিডেন্টের এই উদ্যোগ সফল হোক, এই আমাদের কাম্য। জাতির শিক্ষা উন্নয়নে বলিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ নেতৃত্বদানের জন্য প্রেসিডেন্টকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।